ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

সেবা খাতে দুর্নীতি: জাতীয় খানা জরিপ ২০১৫

সম্পর্কে সম্ভাব্য কয়েকটি প্রশ্ন ও উত্তর

১. প্রশ্ন: দুর্নীতি বিষয়ক জাতীয় খানা জরিপ কী?

উত্তর: দুর্নীতি বিষয়ক জাতীয় খানা জরিপ হচ্ছে বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ সেবামূলক খাতে দুর্নীতির প্রকৃতি, মাত্রা ও ব্যাপকতার চিত্র তুলে ধরার একটি প্রয়াস। এর মাধ্যমে বাংলাদেশের খানাসমূহ বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সেবা প্রতিষ্ঠান হতে সেবা নিতে গিয়ে যেসব অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয় তার বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দুর্নীতির প্রকৃতি, মাত্রা ও ব্যাপকতা নিরূপণ করা হয়ে থাকে।

২. প্রশ্ন: খানা বলতে কী বোঝায়?

উত্তর: একই বাসস্থানে বসবাস করে, একই রান্নায় খাওয়া-দাওয়া করে এবং তাদের মধ্যে একজন খানা প্রধান হিসেবে স্বীকৃত এমন পরিবারকে 'খানা' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এ জরিপে একটি খানায় তথ্য সংগ্রহের পূর্ববর্তী এক বছরের মধ্যে কমপক্ষে ছয় মাস ধরে বসবাস করেছেন এমন ব্যক্তিকে ঐ খানার সদস্য হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

৩. প্রশ্ন: সেবা খাতে দুর্নীতি বিষয়ক জাতীয় খানা জরিপ ২০১৫ এর জরিপ পদ্ধতি কী?

উত্তর: জাতীয় জরিপ পরিচালনার ক্ষেত্রে পরিসংখ্যান বিদ্যায় বহুল ব্যবহৃত Multi Stage Sampling Technique এর মাধ্যমে খানা জরিপের নমুনায়ন করা হয়েছে। খানা নির্বাচনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো'র Community Series এর আলোকে নমুনা কাঠামো তৈরি করে তিন পর্যায় বিশিষ্ট স্তরায়িত গুচ্ছ নমুনায়ন (Three Stage Stratified Cluster Sampling) পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে। জরিপের আওতাভুক্ত মোট খানা: ১৫,৮৪০টি; যার মধ্যে গ্রামাঞ্চল ১১,১৪৮টি (৭০.৪%) এবং শহরাঞ্চল ৪,৬৯২টি (২৯.৬%)। চূড়ান্ত পর্যায়ে অনুপস্থিতি বা অস্বীকৃতির কারণে ৬৩৪টি খানা বাদ পড়ায় ১৫২০৬টি খানা থেকে প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে, যার মধ্যে গ্রামাঞ্চলে ১০,৭৪৩টি এবং শহরাঞ্চলে ৪,৪৬৩টি। তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় থেকে জরিপের গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক যেমন- বিগত এক বছরে বিভিন্ন খাতে দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার হওয়া খানার হারের মার্জিন অব এরর পাওয়া গিয়েছে যথাক্রমে ±২.১% ও ±২.২%। এভাবে প্রণীত নমুনা বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রতিনিধিত্ব ও প্রাক্কলিত তথ্যের সর্বোচ্চ গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করে।

জরিপের খানা নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিচের ধাপগুলো অনুসৃত হয়েছে:

- **প্রথম পর্যায়:** দেশের ৬৪টি জেলা এবং ঢাকা ও চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের প্রতিটিতে আলাদাভাবে দৈবচয়নের মাধ্যমে ২০টি পিএসইউ (Primary Sampling Unit) সংশ্লিষ্ট মৌজা বা মহল্লা নির্বাচন করা হয়। মোট পিএসইউ: ১,৩২০টি (গ্রামাঞ্চল-৯২৯টি, শহরাঞ্চল-৩৯১টি)।
- **দ্বিতীয় পর্যায়:** পিএসইউ-সংশ্লিষ্ট মৌজা বা মহল্লাকে ১০০ খানা সম্বলিত প্রয়োজনীয় সংখ্যক কয়েকটি segment-এ ভাগ করে একটি segment কে দৈবচয়নের মাধ্যমে নির্বাচন করা হয় এবং ১০০টি খানার তালিকা তৈরি করা হয়।
- **তৃতীয় পর্যায়:** ১০০টি খানার তালিকা থেকে নিয়মানুক্রমিক নমুনায়ন (Systematic Sampling) এর মাধ্যমে প্রতিটি পিএসইউ হতে ১২টি করে খানা নির্বাচন করা হয়।

এই নির্বাচিত খানাগুলো হতেই একটি কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নমালার মাধ্যমে জরিপের তথ্য সংগৃহীত হয়।

৪ প্রশ্ন: নমুনা আকার নির্ণয়ের পদ্ধতি কি?

উত্তর: জরিপে নিম্নের সূত্রের মাধ্যমে জেলা ভিত্তিক ৭.৫% মার্জিন অব এরর বিবেচনায় জেলা বা সিটি করপোরেশন প্রতি নমুনার আকার ২৪০ নির্ধারণ করা হয়।

$$n= \frac{p(1-p)z^2 * \text{design effect}}{e^2}$$

এখানে,

n= নমুনার আকার

p= ২০১২ সালে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হারের অনুপাত, যা ০.৬৩৭

z= Sample Variate যার মান ৯৫% confidence interval-এ ১.৯৬

e= Margin of error= ৭.৫%

design effect= ১.৫২ (২০১২ সালে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হারের design effect)

প্রতি স্তরে ২৪০টি খানা ধরে ৬৬টি স্তরে (৬৪টি জেলা, ঢাকা ও চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন) মোট নমুনার আকার দাঁড়ায় ১৫৮৪০টি খানা। যার মধ্যে গ্রামাঞ্চলে ৭০% ও শহরাঞ্চলে ৩০% নমুনা বিন্যস্ত করা হয়। চূড়ান্ত পর্যায়ে Non-response এর কারণে ৬৩৪টি খানা বাদ পড়ায় নমুনার আকার দাড়ায় ১৫২০৬টি, যার মধ্যে গ্রামাঞ্চলে ১০,৭৪৩টি এবং শহরাঞ্চলে ৪,৪৬৩টি।

৫. প্রশ্ন: জরিপে তথ্যের মান নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে কী কী বিষয় অনুসৃত হয়েছে?

উত্তর: এই জরিপের পরিকল্পনা থেকে শুরু করে তথ্য বিশ্লেষণ পর্যন্ত পুরো প্রক্রিয়া টিআইবি'র গবেষক দলের তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়েছে। কমপক্ষে স্নাতক ও অভিজ্ঞ প্রার্থীদের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে মাঠ তত্ত্বাবধায়ক ও তথ্য সংগ্রাহক হিসেবে নিয়োগের পর তাদেরকে পাঁচ দিনব্যাপি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। জরিপের সময় প্রতিটি দলের সার্বিক তত্ত্বাবধান ও তথ্য পরিবীক্ষণের জন্য টিআইবি'র গবেষণা ও পলিসি বিভাগের গবেষকরা নিয়োজিত ছিলেন। তথ্যের গুণগত মান বজায় রাখতে টিআইবি'র গবেষক ও তত্ত্বাবধায়করা পূরণকৃত প্রশ্নপত্র যথাযথভাবে ব্যাক চেক, অ্যাকম্পানি চেক, স্পট চেক ও টেলিফোন চেক করেছেন। এছাড়াও জরিপের বৈজ্ঞানিক মান, জরিপ পদ্ধতি, প্রশ্নমালা তৈরি ও বিশ্লেষণে সর্বোচ্চ উৎকর্ষ ও গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করতে পরিসংখ্যান ও জরিপ সংক্রান্ত গবেষণায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পাঁচজন বিশেষজ্ঞের সমন্বয়ে গঠিত একটি দল টিআইবি'র গবেষণা বিভাগকে সার্বিকভাবে পরামর্শ প্রদান করেছেন।

৬. প্রশ্ন: জরিপে সংগৃহীত তথ্যের গুণগত মান কিভাবে নিশ্চিত করা হয়েছে?

উত্তর: এই জরিপ সম্পূর্ণভাবেই টিআইবি'র রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগের সহকর্মীদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। জরিপের সময় তথ্যসংগ্রহকারী প্রতিটি দলের প্রশ্নপত্র পূরণ এবং সার্বিক তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণের জন্য টিআইবি'র স্থায়ী গবেষণা দলের একজন করে গবেষক নিয়োজিত ছিলেন। এছাড়াও তত্ত্বাবধায়করা নিজ দলের তথ্য সংগ্রহ এবং সার্বিক কর্মকাণ্ড তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ করেন। টিআইবি'র গবেষক ও তত্ত্বাবধায়করা প্রযোজ্যক্ষেত্রে দৈবচয়ন ভিত্তিতে বাছাই করে পূরণকৃত প্রশ্নপত্রের ৩২.৯% বিভিন্নভাবে যাচাই করেন (অ্যাকম্পানি চেক ৯.৫%, ব্যাক চেক ১৩.৪%, স্পট চেক ৮.৫%, টেলিফোন চেক ২.৭%)। যাচাইয়ে কোনো অসামঞ্জস্যতা পাওয়া গেলে তা প্রশ্নপত্রে ঠিক করা হয়। পূরণকৃত প্রশ্নপত্রের ১০০% সম্পাদনা করা হয় এবং ডাবল এন্ট্রির মাধ্যমে ভ্রান্তি যতটা সম্ভব কমিয়ে আনা হয় (ডবল এন্ট্রির মাধ্যমে ভ্রান্তি ০.০৫%-এ কমিয়ে আনা হয়)। জরিপের নমুনায়নে প্রাক্কলনসমূহের গ্রহণযোগ্যতা (Validity) ও নির্ভরযোগ্যতা (Reliability) নিশ্চিত হয়েছে বলা যায়। গ্রহণযোগ্যতার দৃষ্টিকোণ থেকে এই জরিপটি বাংলাদেশের আটটি বিভাগের ৬৪টি জেলায় বিস্তৃত এবং পল্লী ও নগর এলাকার জনসংখ্যাকে যথার্থভাবে প্রতিনিধিত্ব করে। অপরদিকে নির্ভরযোগ্যতার দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, জরিপ কালে বিভিন্ন খাতে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হারের Margin of Error হচ্ছে ± ২.১%।

৭. প্রশ্ন: জরিপে বিশেষজ্ঞ হিসেবে কারা যুক্ত ছিলেন?

উত্তর: জরিপে পাঁচজন বিশেষজ্ঞ সার্বিকভাবে সহায়তা প্রদান করেন:

- অধ্যাপক কাজী সালেহ আহমেদ, *জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়*
- অধ্যাপক ড. এম কবির, *জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়*
- অধ্যাপক সালাহউদ্দীন এম আমিনুজ্জামান, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*
- অধ্যাপক পিকে মো. মতিউর রহমান, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*
- অধ্যাপক মোহাম্মদ শোয়ায়েব, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*

৮. প্রশ্ন: 'দুর্নীতির ধারণা সূচক' (Corruption Perceptions Index - CPI) এবং 'দুর্নীতি বিষয়ক জাতীয় খানা জরিপ'-এর মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তর: বার্লিনভিত্তিক আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী প্রতিষ্ঠান ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআই) সরকারি খাত ও প্রশাসনে বিরাজমান দুর্নীতির ব্যাপকতা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের ধারণার ওপর ভিত্তি করে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের দুর্নীতির তুলনামূলক অবস্থান নির্ণয়ে প্রতিবছর দুর্নীতির ধারণা সূচক তৈরি করে, যার মাধ্যমে দুর্নীতির ধারণার মাপকাঠিতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের তুলনামূলক অবস্থান নির্ধারণ করা হয়। এই সূচকে ০-১০০ এর একটি স্কেল ব্যবহার করা হয়-যত কম স্কোর তত বেশি দুর্নীতির ব্যাপকতা আর যত বেশি স্কোর তত কম দুর্নীতি। এটি একটি 'জরিপের ওপর জরিপ' যার জন্য প্রতি বছর বিশ্বের দশ থেকে ১৫টি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত জরিপ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। ২০১৫ সালের এই সূচকে বাংলাদেশের স্কোর ছিল ২৫, এবং তালিকার নিম্নক্রম অনুসারে ১৬৮টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ত্রয়োদশ। উল্লেখ্য, এই জরিপে টিআইবি বা টিআই-এর অন্য কোনো চ্যাপ্টারের কোনো তথ্য অন্তর্ভুক্ত হয় না।

অন্যদিকে সেবা খাতে দুর্নীতি বিষয়ক জাতীয় খানা জরিপ ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) কর্তৃক সম্পূর্ণ স্ব-উদ্যোগে পরিচালিত একটি জরিপ, যার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের খানাগুলো বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হতে সেবা নিতে গিয়ে কী ধরনের দুর্নীতির শিকার হয় তা পরিমাপ করার চেষ্টা করা হয়। দুর্নীতির ধারণা সূচক বা CPI এর সাথে খানা জরিপের অন্যতম একটি মূল পার্থক্য হল এই যে, প্রথমটি ধারণা বা perception ভিত্তিক এবং দ্বিতীয়টি অভিজ্ঞতা বা experience ভিত্তিক। আরেকটি মূল পার্থক্য এই যে, CPI হল একটি দেশের সরকারী খাত ও প্রশাসন সম্পর্কে দুর্নীতির ধারণা। পক্ষান্তরে খানা জরিপ হল সরকারী ও বেসরকারী নানা খাত বিশেষত শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আইন শৃঙ্খলা, বিচার, ভূমি প্রশাসন, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, কৃষি, ব্যাংকিং, কর ও শুল্ক এনজিও, বীমা, ইত্যাদিতে দুর্নীতির অভিজ্ঞতা তুলে ধরে ।

৯. প্রশ্ন: টিআইবি এ পর্যন্ত কতটি দুর্নীতি বিষয়ক জাতীয় খানা জরিপ পরিচালনা করেছে?

উত্তর: টিআইবি ১৯৯৭ সাল থেকে এ পর্যন্ত মোট সাতটি জাতীয় খানা জরিপ পরিচালনা করেছে। জরিপ পরিচালনার সালগুলো হল, ১৯৯৭, ২০০২, ২০০৫, ২০০৭, ২০১০, ২০১২ এবং ২০১৫।

১০. প্রশ্ন: এই জরিপের উদ্দেশ্য কী?

উত্তর: দুর্নীতির বিরুদ্ধে একটি কার্যকর ও টেকসই সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) কাজ করছে। টিআইবি এ উদ্দেশ্য অর্জনে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে গবেষণা, নাগরিক সম্পৃক্ততা ও অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এর অংশ হিসেবে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সেবা খাতে দুর্নীতির প্রকৃতি ও মাত্রা নিরূপণের জন্য 'দুর্নীতি বিষয়ক জাতীয় খানা জরিপ' পরিচালিত হয়। এই জরিপের মাধ্যমে দেশের জনসাধারণ বিভিন্ন সেবা খাত হতে সেবা নিতে গিয়ে যে ধরনের দুর্নীতির শিকার হয় তার ধরন, ব্যাপকতা ও মাত্রা নির্ধারণ করে জনসম্মুখে প্রকাশ করা হয়। এই জরিপের প্রধান উদ্দেশ্য সরকার, নীতি-নির্ধারক ও অন্যান্য অংশীদারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেন তারা জরিপে প্রাপ্ত ফলাফল ও তার ওপর ভিত্তি করে টিআইবি প্রণীত সুপারিশ বিবেচনায় নিয়ে দুর্নীতি প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন। দুর্নীতি সম্পর্কে জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি দুর্নীতি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে দিক-নির্দেশনামূলক সুপারিশ প্রণয়ন করা এবং আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের জন্য অ্যাডভোকেসি করা এই জরিপের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।

১১. প্রশ্ন: এই জরিপে দুর্নীতিকে কিভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে?

উত্তর: এ জরিপে ব্যবহৃত দুর্নীতির সংজ্ঞা হচ্ছে 'ব্যক্তিগত স্বার্থে ক্ষমতার অপব্যবহার'। এক্ষেত্রে ঘুষ নেওয়া বা ঘুষ দিতে বাধ্য করা ছাড়াও অর্থ বা সম্পদ আত্মসাৎ, প্রতারণা, দায়িত্বে অবহেলা, স্বজনপ্রীতি, সময়ক্ষেপণ ও বিভিন্ন ধরনের হয়রানিকে দুর্নীতির আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। স্বেচ্ছায় বা বাধ্যতামূলকভাবে প্রদত্ত ঘুষ, প্রতারণার মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ এবং আত্মসাৎকৃত অর্থকে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। অর্থ বা সম্পদ আত্মসাৎ বলতে জণগণের অর্থ বা সম্পদ অন্যায়ভাবে কিংবা আইন-বহির্ভূত উপায়ে নিজের আয়ত্ত বা হস্তগত করাকে বোঝানো হয়েছে।

১২. প্রশ্ন: এই জরিপে সরকারি ও বেসরকারি সেবা খাতের কী ধরনের দুর্নীতি ও অনিয়মকে চিহ্নিত করা হয়েছে?

উত্তর: এ জরিপে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের শুধু জনগণকে প্রদত্ত সরাসরি সেবার ক্ষেত্রে দুর্নীতি ও অনিয়মকে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। এই ধরণের দুর্নীতি সাধারণতঃ ক্ষুদ্র দুর্নীতি (petty corruption) হিসেবে অভিহিত হয়। পক্ষান্তরে এ জরিপে নীতি নির্ধারণী পর্যায় বিশেষ করে জাতীয় পর্যায়ের বৃহদাকার দুর্নীতি যেমন সরকারি ক্রয়, অবকাঠামো উন্নয়ন ইত্যাদি খাতের দুর্নীতি এবং প্রশাসনিক ও অন্যান্য সরকারি ব্যয়ের ক্ষেত্রে সংগঠিত দুর্নীতি ও অনিয়মকে চিহ্নিত করা হয়নি।

১৩. প্রশ্ন: এই জরিপে কেন দুর্নীতির প্রভাব এবং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সীমাবদ্ধতা বা প্রতিষ্ঠান ও খাত-ভিত্তিক ইতিবাচক পদক্ষেপের মূল্যায়ন করা হয়নি?

উত্তর: সকল গবেষণা বা জরিপের ন্যায় এই জরিপেরও কিছু সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও সীমিত পরিধি রয়েছে, এর বাইরে যুক্তিযুক্ত নয় বলে কোনো মূল্যায়ন বা মন্তব্য সংগত কারণেই করা হয়নি। যেহেতু এটি সেবাগ্রহীতাদের ওপর একটি অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক জরিপ এবং এ জরিপের উদ্দেশ্য ও পরিধি বাংলাদেশের খানাগুলো সেবামূলক প্রতিষ্ঠান বা খাত হতে সেবা নিতে গিয়ে যেসব দুর্নীতির শিকার হয় তার প্রকৃতি ও মাত্রা নিরূপণ করা, সেহেতু এর আওতার বাইরে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/ খাতের বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা ও ইতিবাচক কার্যক্রমের কোনো মূল্যায়ন করা হয়নি। উল্লেখ্য, টিআইবি'র অন্যান্য গবেষণা বিশেষ করে প্রতিষ্ঠানভিত্তিক ডায়াগনস্টিক গবেষণাগুলোতে দুর্নীতির প্রভাব ও সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সীমাবদ্ধতা ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে আলোকপাত করা হয়ে থাকে, এবং এ সকল গবেষণালব্ধ ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে অ্যাডভোকেসিও করা হয়ে থাকে।

১৪. প্রশ্ন: এই জরিপের তথ্য কোন সময়ে সংগৃহীত হয়েছে?

উত্তর: ২০১৫ সালের ১ নভেম্বর থেকে ২৫ ডিসেম্বর এই খানা জরিপের তথ্য সংগৃহীত হয়। এক্ষেত্রে খানাগুলোর সেবা নেওয়ার সময় হল নভেম্বর ২০১৪ থেকে অক্টোবর ২০১৫।

১৫. প্রশ্ন: এ জরিপটি কি সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্য বা প্রতিবেদনের ভিত্তিতে করা হয়?

উত্তর: না। এ গবেষণাটি জাতীয় পর্যায়ে পরিচালিত খানা পর্যায়ে জরিপের মাধ্যমে সংগৃহীত প্রাথমিক তথ্যের ভিত্তিতেই করা হয়ে থাকে। গণমাধ্যম বা অন্য কোনো সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য এই জরিপে স্থান পায় না।

১৬. প্রশ্ন: টিআইবি'র কোনো জরিপ বা গবেষণা সরকারের বা অন্য কারও উদ্যোগকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করার জন্য করা হয় কি? অথবা এতে কোনো পক্ষপাতিত্ব আছে কি?

উত্তর: না। টিআইবি'র সব জরিপ বা গবেষণার উদ্দেশ্য একান্তই তথ্যনির্ভর ও সম্পূর্ণ বস্তুনিষ্ঠভাবে বিশ্লেষণের মাধ্যমে, যে কোন প্রকার পক্ষপাতিত্বের ঊর্ধ্বে থেকে নির্মোহভাবে বাস্তবতাকে তুলে ধরা। টিআইবি'র কাজ দুর্নীতির বিরুদ্ধে - সরকার বা তার অভ্যন্তরে বা বাইরের কোনো প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ বা ব্যক্তির বিরুদ্ধে নয়। টিআইবি'র উদ্দেশ্য সরকার ও অন্যান্য অংশীদার, যাদের অঙ্গীকার ও প্রত্যাশা দুর্নীতি দূর করা, তাদের হাতকে শক্তিশালী করা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সরকারকে সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে পরিবর্তনের অনুঘটকের ভূমিকা পালন করা।

১৭. প্রশ্ন: এই জরিপে কি কি খাত অন্তর্ভূক্ত হয়েছে? কি হিসেবে এই সকল সুনির্দিষ্ট খাত বাছাই করা হল?

উত্তর: এই জরিপে প্রধান **১৫**টি সুনির্দিষ্ট সেবা খাত ও অন্যান্য একাধিক খাতের ওপর তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। যে সব খাত থেকে কমপক্ষে **২%** খানা সেবা নিয়েছে এমন **১৫**টি সুনির্দিষ্ট খাতের ওপর বিস্তারিত তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। এছাড়াও, এসব খাত মূলত সাধারণ মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও আর্থিক নিরাপত্তা বিধানে বিশেষ অবদান রাখে। খাতগুলো হচ্ছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, ভূমি প্রশাসন, কৃষি, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা, বিচারিক সেবা, বিদ্যুৎ, ব্যাংকিং, বীমা, কর ও শুল্ক, পাসপোর্ট, গ্যাস, বিআরটিএ, এনজিও। এসবের সঙ্গে "অন্যান্য" শিরোনামে একটি খাত রাখা হয়েছে।

১৮. প্রশ্ন: অন্যান্য খাত বলতে কি বুঝানো হয়েছে?

উত্তর: অন্যান্য প্রকৃতপক্ষে কোন খাত নয়। সেবা গ্রহণের তথ্য দিতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে সেবাগ্রহীতা তথ্যদাতারা একাধিক প্রতিষ্ঠানের নাম বা উপখাত উল্লেখ করেছেন (যেমন ওয়াসা বা ডাক, পেনশন, বিটিসিএল, পোস্ট অফিস, রেলওয়ে, বিআরটিএ ইত্যাদি)। প্রতিষ্ঠান বা উপখাতের ধরনের স্বল্পতার কথা বিবেচনা করে এগুলোকে আলাদা খাত হিসেবে গণ্য না করে একত্রে "অন্যান্য" হিসেবে প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছে।

১৯. প্রশ্ন: পাসপোর্ট সেবা গ্রহণকারীর সংখ্যা সার্বিকভাবে মাত্র ৩.৫%। এর ভিত্তিতে কি করে তাদের দুর্নীতির শিকার হওয়া অপরাপর খাতের তুলনায় শীর্ষস্থান পেল?

উত্তর: টিআইবির খানা জরিপে দৈবচয়ন ভিত্তিতে নমুনায়নের মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ের প্রতিনিধিত্বশীল পনেরো হাজারেরও বেশি খানার দুর্নীতির অভিজ্ঞতার তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এর মধ্যে পাসপোর্ট খাতে সার্বিকভাবে ৭৭.৭% খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে। সারাদেশ থেকে দৈবচয়ন ভিত্তিতে পাসপোর্ট খাতে সেবা গ্রহণকারী খানার সংখ্যা মোট ৫৬৯টি। পাসপোর্ট সেবায় এ নির্দেশকের Margin of Error হচ্ছে ± ০.৬%। সুতরাং, এ জরিপে ৩.৫% পাসপোর্ট সেবা গ্রহণকারী খানা দিয়ে এ খাতে দুর্নীতির মাত্রা নির্দেশ করা যায়।

২০. প্রশ্ন: বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালানোর উদ্দেশ্য কি নিয়ে এই জরিপের ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে?

উত্তর: সরকারের বিরোধিতার জন্য টিআইবি তার গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে না। বরং গবেষণার মাধ্যমে সুশাসন প্রক্রিয়ায় সরকারকে সহযোগিতা করাই টিআইবির লক্ষ্য। টিআইবি তার গবেষণা ভিত্তিক তথ্যের আলোকে নীতি-নির্ধারণী অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম চালিয়ে এদেশে গণতান্ত্রিক, জবাবদিহিমূলক ও স্বচ্ছ শাসনব্যবস্থাকে এগিয়ে নিতে চায়। লক্ষ্যণীয় যে, সুশাসন ও মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করা এবং দৈনন্দিন জীবন ও জীবিকার জন্য অপরিহার্য যে খাতগুলো, বিশেষ করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা, শিক্ষা, কৃষি ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মত খাতে দুর্নীতির ফলে মানুষের হয়রানির অভিজ্ঞতা এখনো তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। আবার ভূমি প্রশাসন, বিচারিক সেবা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি খাতে অগ্রগতিও লক্ষ্যণীয়। এছাড়া সার্বিকভাবে ২০১২ সালের তুলনায় দুর্নীতির হার অপরিবর্তিত রয়েছে। এই গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে টিআইবির সুপারিশমালা বাস্তবায়ন করা গেলে দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনে আরও সাফল্য অর্জন করা সম্ভব বলে দৃঢ় বিশ্বাস টিআইবির।

২১. জরিপের ফলাফল বিবেচনায় এ বিষয়ে টিআইবির সুনির্দিষ্ট কোন সুপারিশ আছে কি?

উত্তর: দুর্নীতিকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে বিবেচনায় নিয়ে বিভিন্ন খাতে দুর্নীতির সাথে জড়িত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিদ্যমান আইনের আওতায় আনা; সেবাখাতে দুর্নীতি প্রতিরোধে বিভাগীয় পদক্ষেপের পাশাপাশি প্রযোজ্য ক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশনকে (দুদক) ব্যবস্থা গ্রহণ করা; প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সুদৃঢ় নৈতিক আচরণবিধি প্রণয়ন ও প্রয়োগ করা এবং এর ভিত্তিতে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা; সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেবা প্রদানে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ এবং সেবাগ্রহীতা ও সেবাপ্রদানকারীর মধ্যে সংযোগ বৃদ্ধিসহ গণশুনানির আয়োজন করা; বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সেবাদানের সাথে জড়িত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মকাণ্ডের মূল্যায়নের ভিত্তিতে পুরস্কার ও তিরস্কার বা শাস্তির ব্যবস্থা করা; দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনগণের সচেতনতা ও অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য সামাজিক আন্দোলন জোরদার করা এবং একইসাথে এক্ষেত্রে গণমাধ্যমে সক্রিয়তা বৃদ্ধি করা; সেবাগ্রহীতার সাথে সেবাদাতার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ হ্রাসে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানো; জনগণের সেবা সম্পর্কিত তথ্যে অভিগম্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেবা খাতে অনলাইনে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বৃদ্ধি করা; প্রতিটি সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানে দ্বিতীয় প্রজন্মের নাগরিক সনদের কার্যকর বাস্তবায়ন করতে হবে; বিভিন্ন সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা বাড়াতে দুর্নীতিবিরোধী আইন, তথ্য অধিকার আইন ও বিশেষ করে তথ্য প্রকাশকারীর সুরক্ষা আইনের ওপর প্রশিক্ষণ দেওয়া; 'তথ্য অধিকার আইন ২০০৯' কার্যকর বাস্তবায়ন করা ও 'তথ্য প্রকাশকারীর সুরক্ষা আইন ২০১১' এর প্রয়োগে প্রচারণা ও প্রণোদনাসহ বাস্তব পদক্ষেপ নেওয়া; সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানে অপ্রয়োজনীয় ধাপ ও অন্যান্য বাধা দূর করতে পদ্ধতিগত সংস্কার করা; জনবল, অবকাঠামো ও লজিস্টিকস এর ঘাটতি দূরীকরণে সেবাখাতগুলোতে আর্থিক বরাদ্দ বাড়ানোর পাশাপাশি এদের সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত ইত্যাদি সুপারিশ করা হয়।

—